20 MAY 2015

সমকাল

তারিখ ...... 20 MAY ......
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'গবেষণা' ৪

রাবিতে মানহীন গবেষণা

■ সাব্বির নেওয়াজ ও কামরান সিদ্দিকী

দেশের উত্তরাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের স্বপ্ন নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) যাত্রা শুরু ১৯৫৩ সালে। প্রতিষ্ঠার ছয় দশক পেরিয়েও গবেষণার মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, এর ধারেকাছেও নেই দেশের পুরনো ও বড় এ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণাপত্র চুরির ঘটনা, একে অপরকে দোষারোপ, অপ্রতুল বরাদ্দ, সামাজিক ও কলা অনুষদে অনিয়ম ও ইনস্টিটিউটগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে উন্মোচিত হচ্ছে না সম্ভাবনার দ্বার। 'ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল' বা 'ইন্টারন্যাশনাল পেয়ার রিভিউ জার্নালে' প্রবন্ধ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের গবেষকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেশীয় জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করেই ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। এসব অনুষদে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষকদের দেশীয় জার্নালেও থাকছে না কোনো প্রবন্ধ। ফলে গবেষণার মান নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পাঁচটি ইনস্টিটিউটে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হলো– ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর সূত্র জানায়, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে চলতি ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ২৭ জন ফেলো ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ছয়জন গবেষকের বিভিন্ন জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

● আগামীকাল : দলীয়করণের প্রভাবে চবিও গবেষণাবিমুখ